কৃষি শিল্প ও দেশ রক্ষার অঙ্গীকারের জনজোয়ারে লালে লাল বর্ধমান

Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১১ এপ্রিল, ২০১৭

৪০ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১০ এপ্রিল, ২০১৭, সোমবার, ২৭ চৈত্র, ১৪২৩

অরুণ মজুমদার ও কিশোর মাকর, ৬ এপ্রিল, বর্ধমান : রামনবমীর নামে তলোয়ার, টাঙ্গি নিয়ে মিছিল করল আর.এস.এস। পরের দিন হাজার হাজার লালঝাণ্ডায় রঞ্জিত হয়ে উঠল বর্ধমান। সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে শ্রমিক, কৃষকের ঐক্য জানান দিল এখানে কোনো মৌলবাদের জায়গা নেই। শুধুমাত্র লাল পতাকাই পারে সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে ঠেকাতে এবং রাজ্যের শ্রমিক, কৃষককে বাঁচাতে। তাই কার্জনগেটে পঞ্চাশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে আওয়াজ উঠল আগামী ২২ মে নবান্নতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জবাব চাওয়া হবে কেন রাজ্যের মানুষের এত দুর্গতি? আর তোমার গোটা মন্ত্রীসভা জেলে যাচ্ছে কেন?

এদিন দুর্গাপুর, আসানসোল সহ শিল্পাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ স্টেশন থেকে মিছিল করে কার্জন গেটে সমবেত হয়। অন্যদিকে আর একটি মিছিল বীরহাটা থেকে কার্জন গেটে আসে। শুধুই লাল পতাকা। মেঘে ঢাকা সূর্যের তেজ কমলেও প্রখর দুপুরে মানুষের তেজ ক্রমশ চড়েছে।

চড়বেই বা না কেন? শস্যগোলা বর্ধমান জেলাতেই এই বছরে ১১০ জন চাষি আত্মহত্যা করেছে। ১০০ দিনের কাজ নেই। কাজ করলেও টাকা বাকি। রেশনে আর দু টাকা কেজি চাল নেই। মেয়েরা সন্ত্রস্ত। সিপিআই(এম) ঘরের কর্মীদেরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। টেট পরীক্ষা এবং পঞ্চায়েতে লুট চলছে। পাড়ায় পাড়ায় মাস্তানিরাজ চলছে। মানুষ তিতিবিরক্ত। অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলে কেন্দ্র সরকার একে একে শিল্প কারখানা বেচে দিচ্ছে। মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে দুর্গাপুর। স্কুল, কলেজে শিক্ষকরা মার খাচ্ছেন। পড়াশোনা শিকেয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি আর রেজাল্ট বিভ্রাট পিছু ছাড়ছে না। সব মিলিয়ে মানুষ মুক্তি

—এরপর চারের পাতায়

বেসরকারীকরণ ১১ এপ্রিল ধর্মঘট ইস্পাত শিল্পে

লড়াই-এর পাশে সারা রাজ্যের শ্রমিকরা : শ্যামল চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ৯ এপ্রিল : ভারতের শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে মোদি সরকার। একদিকে শ্রম আইন সংস্কার, অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা নির্বিচারে বিলগ্নীকরণ-বেসরকারিকরণ সহ দেশীয় শিল্প বিকাশের বিরোধী নীতি নিয়ে চলছে মোদি সরকার। এই নীতির শিকার অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সব বিষয়ে কথা বললেও, অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্বিচারে বিলগ্নীকরণ-বেসরকারীকরণ সহ বন্ধ করে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে নীরব-নিশ্চুপ কেন? আজ দুর্গাপুরের আনন্দ-লাবণ্য ভবনে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বাঁচাও যৌথ মঞ্চের আয়োজিত এক বিশাল সভায় এই প্রশ্ন তোলেন সি.আই.টি.ইউ-এর রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী। তিনি বলেন, মোদি সরকারের ঘৃণ্য শ্রম আইন সংস্কারে শ্রমিক-এর ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রস্তাব সি.আই.টি.ইউ সহ অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বেআইনিভাবে প্রশাসন ও দলের লোকেদের লেলিয়ে দিয়ে শ্রমিক-এর ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা এটা কখনোই মানেনি, মানবে না। অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বাঁচানোর

—এরপর চারের পাতায়

রাহুল সাংকৃত্যায়নের ১২৫তম জয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৯ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ রানিগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের ১২৫তম জন্মদিবস পালিত হয়। এদিন সকালে পাঞ্জাবী মোড় অঞ্চলে অবস্থিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রুনু দত্ত, সংগঠনের জেলা যুগ্ম সম্পাদক অনুপ মিত্র সহ বহু বিশিষ্ট মানুষজন। বিকালে মুরলীধর ভবনে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের জীবনী সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা হয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দামোদর মিশ্র। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, বক্তব্য রাখেন অনুপ মিত্র ও উপস্থিত ছিলেন দুলালচন্দ্র কর্মকার, হরিশংকর তেওয়ারী প্রমুখ। আলোচক বলেন, তাঁর অসংখ্য লেখালেখিতে মানুষের যন্ত্রণার দিক যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর সোচ্চারিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের জীবন ও আদর্শকে আরো বেশি বেশি করে চর্চা দরকার।

ভাগ হল বর্ধমান জেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ এপ্রিল : বহু প্রতীক্ষিত বর্ধমান জেলা অবশেষে দ্বিখণ্ডিত হলো। ৭ এপ্রিল আসানসোলে মুখ্যমন্ত্রী নতুন জেলার সূচনা করলেন। নামকরণ হয়েছে, কৃষি এবং শিল্পের মেলবন্ধনে তৈরি আসানসোল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান এবং অবশিষ্ট কৃষি অঞ্চল নিয়ে নামকরণ হয়েছে পূর্ব বর্ধমান।

পশ্চিম বর্ধমান		পূর্ব বর্ধমান	
মহকুমা	২	মহকুমা	৪
আয়তন	১৬০৩.১৭ বঃ কিঃ	আয়তন	৫৪২০.৮৩ বঃ কিঃ
মৌজা	৬১১	মৌজা	২২১৫
জনসংখ্যা	২৮,৮২,০৩১	জনসংখ্যা	৪৮,৩৫,৫৩২
পুরসভা	২	পুরসভা	৬
ব্লক ওপঞ্চায়েত সমিতি	৮	ব্লক ওপঞ্চায়েত সমিতি	২৩
পঞ্চায়েত	৬২	পঞ্চায়েত	২১৫
থানা	১৬	থানা	১৭
মহিলা থানা	২	মহিলা থানা	১
পুলিশ ফাঁড়ি	২৪	পুলিশ ফাঁড়ি	৮
সুপার স্পেশাঃ হাসপাতাল	১	সুপার স্পেশাঃ হাসপাতাল	১
সরকারি হাসপাতাল	৪	সরকারি হাসপাতাল	৩
গ্রামীণ হাসপাতাল	১	গ্রামীণ হাসপাতাল	৫
ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৮	ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২০
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৩২	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৭৪
উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র	১৭৩	উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র	৫৯২
মোট ভোটার	২১,২৪,২৭৬	মোট ভোটার	৩৬,৬৬,১৫৮
পুরুষ	১১,১৬,২৫৬,	পুরুষ	১৮,৮২,৫৩৪
স্ত্রী	১০,০৭,৯৮৪	স্ত্রী	১৭,৮৩,৬৭২
কৃষি ব্লক	১১	কৃষি ব্লক	১২২
কৃষি এলাকা	৭৬,৩৯০ হেক্টর	কৃষি এলাকা	৪০০৬১০ হেক্টর
প্রাথমিক স্কুল	৯৯৯	প্রাথমিক স্কুল	৩৬৭২
আপার প্রাইমারি (মাধ্যমিক)	২৯১	আপার প্রাইমারি (মাধ্যমিক)	৭৬২

মন্ত্রীর এলাকায় অভাবে বধূ আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ এপ্রিল : রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের নিজের বাড়ির এলাকার এক গৃহবধূ অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে। মৃত শিখা শিকদার (২১)-এর বাড়ি নাদনঘাট থানার শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলগোবিন্দপুর গ্রামে। মৃতার কাকা শিবশঙ্কর দাস জানান, বছর তিনেক আগে দেখেশুনে শিখার বিয়ে হয় নদিয়ার প্রতাপনগরের সমীর সূত্রধরের সাথে। পেশায় শ্রমিক সমীরের বিয়ের পর থেকেই কাজের ক্ষেত্রগুলি গোটাতে শুরু করে। সংসারে নেমে আসে চরম অভাব। সংসার চালানোই সমীরের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। তিন মাস আগে বাধ্য হয়ে শিখাকে বাপের বাড়ি রেখে আসে। কিন্তু তারপরেও সমীরের অবস্থার উন্নতি হয়নি। দুপুরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ফোনে কথা হয়। তারপরেই শিখা হতাশায় ভেঙে পড়ে। সন্ধ্যায় শিখা-র ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

আমানত ফেরতের দাবিতে ঘেরাও সংস্থার আধিকারিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ এপ্রিল : মেমারি চকদিঘি মোড়ে সাহারা ইন্ডিয়া, বেসরকারি আমানত সংস্থার অফিসে চড়াও হল শতাধিক মহিলা-পুরুষ আমানতকারী। গতকাল বেলা ১১টা থেকে জমানো টাকা ফেরতের দাবিতে ম্যানেজার সহ কয়েকজন কর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান এঁরা। কিন্তু সাহারা ইন্ডিয়া সেবা সংস্থার মেমারি অফিসের ম্যানেজার সন্তোষ গুপ্তা টাকা ফেরত দেওয়ার কোনো আশ্বাস দিতে না পারায় বিক্ষোভকারীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ম্যানেজারের উপর হামলা করে বলে অভিযোগ। কমলাকান্ত দাস, পেশায় কৃষক মোট টাকা ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ২৭ মে, ২০১৬ তারিখে ম্যাচুরিটি হয়ে গেছে। অথচ তাঁকে মাসের পর মাস তারিখ দেওয়া হচ্ছে। টাকা রাখা আছে অথচ তুলতে পারছেন না। মেমারি এলাকাতে প্রায় ৩০০০-৪০০০ আমানতকারী আছেন শুধু মেমারিতেই চারশত কোটি টাকার ব্যবসা করেছে এই সংস্থা। বিকেলের দিকে রিজিওনাল ম্যানেজার ভূপেন্দ্রকুমার শ্রীবাস্তব মেমারি এলে তাঁকেও আমানতকারীরা অফিসে আটকে রাখে। রাত আড়াইটা পর্যন্ত আমানতকারীরা

সাহারার মোট ১০ জনকে আটক রেখে টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ চালিয়ে গেছেন। তারপর এস.ডি.ও-র অর্ডারে মেমারি থানার পুলিশ তাঁদের অফিস থেকে উদ্ধার করে মেমারি থানায় নিয়ে আসে। আমানতকারীর দাবি আমাদের জমানো টাকা ফেরত দিতে হবে। গতকাল সকালে

—এরপর চারের পাতায়

সুমোয় ধাক্কায় মৃত শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ এপ্রিল : টাটা সুমোয় ধাক্কা খাওয়া এক অসংগঠিত শ্রমিককে অন্য একটি ট্রাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল আধ কিমি দূরে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাটি ঘটে মন্তেশ্বরের হাসপাতাল মোড়ে। পাতকুয়া মিস্ত্রি হারাধন মালিক (৬৮) বাড়ি মন্তেশ্বর থানার সিংহালি গ্রামে। সন্ধ্যায় বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে টাটা সুমো ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। নিজেকে সামলে ওঠার চেষ্টা করছেন যখন, তখন একটি ট্রাক তাঁর গা ঘেঁষে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। হারাধনবাবুর দেহ ট্রাকের হুকে আটকে যায়। সেই অবস্থাতেই ট্রাকটি গতি বাড়িয়ে পালায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে খবর দিলে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। টাটা সুমো বা ট্রাকের কোনো হদিশ পায়নি পুলিশ।

নতুন চিঠি

১০ এপ্রিল, ২০১৭

ডিভাইড এন্ড রুল

‘ডিভাইড এন্ড রুল’ অর্থাৎ ‘ভাগ করো এবং শাসন করো’। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে পুলিশ-মিলিটারী দিয়ে ভাষাগত ও জাতিগত দ্বন্দ্বগুলিকে সযত্নে আপন স্বার্থে ব্যবহার করার নিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে এদেশকে প্রায় তিনশো বছর শাসন করেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। আর একবিংশ শতকে এই রাজ্যে মমতা ব্যানার্জীর মা-মাটি-মানুষের রাজনৈতিক শক্তির শুধু কাগজে কলমে জেলা ভাগ করে নতুন নতুন জেলা তৈরি কী দীর্ঘস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে? মাটি-মা, মানুষের মধ্যে টুকরো টুকরো জমির বিন্যাসে কী সন্তুষ্ট রাজ্যের মানুষ! চাওয়া পাওয়ার সবই কী গেছে মিটে?

নতুন জেলাগুলিতে পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে কীভাবে? প্রশাসনিক পরিকাঠামো, জেলাশাসকের অফিস, জেলা পরিষদের অফিস, জেলা আদালত, জেলা হাসপাতাল—সবই তো মানুষের প্রয়োজনীয়। রাজ্য কোষাগারের তঞ্চকতার জাগলিং কোন পর্যায়ে উন্নীত হবে তখন? ইতোমধ্যে ভাঁড়ে মা ভবানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এ বসবাস করতে শুরু করেছেন। রাজ্য সরকারের ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্র এতই উর্ধ্বগামী যে পৃথিবীর উপরের বায়ুমণ্ডল ফুঁড়ে হয়তো কোনো অন্য মহাকাশে পাড়ি জমাবে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডি.এ নেই, বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি নেই, রাজ্যে কোনো কারখানা খুলছে না। প্রমোটার রাজ, তোলাবাজি, নারী নির্যাতন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অশান্তি প্রতিদিনকার সংবাদ। এসবের মাঝে চলছে হরির লুটের প্রকল্পের শিলান্যাস। আশা রাজ্যের জনসাধারণ সবার প্রতিই তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের চেষ্টাকে রুখতে হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ এপ্রিল : প্রাথমিক শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের চেষ্টা চলছে। রাজ্য সরকারের বঞ্চনায় শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও সেই বঞ্চনার হাত থেকেই রেহাই পাচ্ছে না। শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেলেও তারা পাঠ্য বই হাতে পায়নি। এভাবেই শিক্ষাকে বেসরকারি সংস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এই অপচেষ্টাকে রুখতেই হবে। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কালনা-৩ ও ৪ চক্রের নবম সম্মেলনে এই আলোচনাই করলেন প্রতিনিধিরা। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ১৬ জন প্রতিনিধি। ৬৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। দুই চক্রের নতুন কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। কালনা ৩ চক্রের সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে অতুল দাস ও তপনকান্তি ব্যানার্জী এবং কালনা-৪-এর নতুন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে অমিতাভ হালদার ও কিশোর মাঝি।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৮ এপ্রিল : প্রবীণ কৃষক নেতা সেখ জব্বর (৮১) প্রয়াত হয়েছেন তিনি বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন। গলসীর তারানগর গ্রামে নিজের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়। কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি সিপিআই(এম)-র সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৮ সালে তিনি সিপিআই(এম)-এর সভ্য পদ অর্জন করেন। তিনি জয়কৃষ্ণপুর শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাতের দশকে পরপর দু’বার তাঁকে জেলে যেতে হয়। তাঁর মৃত্যুতে সিপিআই(এম)-এর মোতিয়ার রহমান, মোক্তার হোসেন, সাইফুল হক, জাহান আলি মোল্লা, গদাধর পাল প্রমুখ। অগণিত মানুষ তাঁর বাড়ি গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

.এক ডজন প্রশ্ন

১. ‘আন্তর্জাতিক শিশু পুস্তক দিবস’ কবে পালিত হয়?
২. কার জন্মদিন স্মরণে আন্তর্জাতিক শিশু পুস্তক দিবস? তাঁর কবে জন্ম হয়?
৩. এবছর ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক শিশু পুস্তক দিবসের ‘থিম’ কী?
৪. ‘বিশ্ব ইঁদুর দিবস’ কবে পালিত হয়?
৫. ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস’ কবে পালিত হয়? এবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের ‘থিম’ কী?
৬. সিপাহী বিদ্রোহের অগ্রণী সৈনিক মঙ্গল পাণ্ডেকে কবে কোথায় কীভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল?
৭. ‘কপিকল’-এর উদ্ভাবক কে? কবে তিনি প্রয়াত হন?
৮. দিল্লির এ্যাসেম্বলি হলে কবে কে কে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন?
৯. কবে সিকিম ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়? কবে সিকিম ভারতের ২২তম রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়?
১০. কমিউনিস্ট নেতা, সাংসদ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মহবুব জাহেদী কবে প্রয়াত হন? কবে তাঁর জন্ম?
১১. প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী পল রবসন কোথায় কবে জন্মান? তাঁর বিখ্যাত গান কোনটি?
১২. কবে মার্কিন-ব্রিটিশ বাহিনী জোরপূর্বক ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে হটিয়ে দিয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

পালিও না, দুনিয়াটাকে বদলাও

শিবানন্দ পাল

‘আমি কোনো সময় বৈরাগী ছিলাম, পরে হয়েছি আর্যসমাজী। তারপর বৌদ্ধ ভিক্ষু হই। আবার বুদ্ধের ওপর অপার শ্রদ্ধা রেখেও মার্কসের শিষ্য হয়েছি।’- এই অকপট স্বীকারোক্তি কেদারনাথ পাণ্ডে তথা রাম উদর দাস তথা রাহুল সাংকৃত্যায়নের। ১৮৯৩ থেকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, সত্তর বছরের জীবন পরিক্রমায় যাঁর পঁয়তাল্লিশটি বছর কেটেছে শুধু ভারতীয় উপমহাদেশই নয়, বিশ্বভ্রমণে। লিখেছেন অজস্র গ্রন্থ। শিখেছেন একাধিক ভারতীয় ভাষা এবং বহু বিদেশী ভাষা। অথচ তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান ছিল মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। ভারতে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে ‘মহাপণ্ডিত’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য রাশিয়ায় থাকাকালীন সময়ে তাঁকে লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করার অনুরোধ করা হয়, তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনা করেছেন ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৮ এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ সময়ে। জীবনের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কায় বিদ্যালঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবেও যোগদান করেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার পান্দাহা ছোট্ট গ্রামে, হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা গোবর্ধন পাণ্ডে ছিলেন কৃষক। বাল্যকালেই মা’কে হারিয়েছেন। ফলে মাতামহের আবাসেই তাঁর বাল্যকাল কাটে। মাতামহ রামশরণ পাণ্ডে এক সময় সৈন্যদলে কাজ করতেন। তাঁর সৈনিক জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনা ও বিভিন্ন দেশ পর্যটনের অভিজ্ঞতা ছোট্ট কেদারনাথের মনে বিশ্ব দর্শনের মানসিকতা তৈরি করে। তাঁর কাছেই শিখেছেন উর্দু ভাষা। স্থানীয় পাঠশালায় নিয়েছেন সংস্কৃত শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে ওই টুকুই। পিতৃদত্ত নাম কেদারনাথ পাণ্ডে।

ন’বছর বয়সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছেন কাশী। বছর কয়েক পর কিছুদিনের জন্য বাড়ি ফিরলেও আবার পালিয়েছেন। বাউণ্ডুলে এই ছেলেকে গাহর্স্থজীবনে বেঁধে রাখার জন্য ১১ বছর বয়সেই বিবাহ দেওয়া হয়েছিল কিশোরী সন্তোষীর সঙ্গে।

কুড়ি বছর বয়সে (১৯১৩) ছাপড়া জেলার পরসা মঠের মহান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। নাম হল রাম উদর দাস। মহান্তের মৃত্যুর পর তাঁর গদীর উত্তরাধিকারী হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকা ও বিশাল বৈভব ভোগের সুযোগ ছিল। কিন্তু ভোগসুখের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, তাই ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের অন্ধতায় তাঁর যুক্তিশীল মন বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মহান্তের গদী ছেড়ে আর্যসমাজীতে অনুরক্ত হয়ে পড়েন। বেদের অনুসারী আর্যসমাজ। এখানে পেলেন সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চার সুযোগ। আর্যসমাজে অবস্থান কালেই গভীরভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে উপলব্ধি করলেন যে বেদ -বিরোধী বৌদ্ধ মতবাদই হচ্ছে প্রকৃত সত্যের ধারক। ছেড়ে দিলেন আর্যসমাজ।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (১৯১৯) তাঁকে রূপান্তরিত করল শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী কর্মীতে। তিন বছরের কারাদণ্ড হল। এই সময়টাও তাঁর জীবনে হয়ে উঠল মূল্যবান। কারাগারে পবিত্র কুরায়ান শরীফ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করলেন। অপর দিকে চলল পালি ও সিংহলী ভাষা শিখে বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন। বৌদ্ধধর্ম তাঁকে এতটাই আকৃষ্ট করল যে নিজের নাম পরিবর্তন করে বুদ্ধপুত্রের নামানুসারে রাখলেন রাহুল। আর বৌদ্ধধর্মের আত্তীকরণের ফলে নাম হল রাহুল সাংকৃত্যায়ন। এই নামেই পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ হলেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর গান্ধীজীর আদর্শে প্রাণিত হয়ে বিহারে গেলেন ডা. রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে কাজ করতে। কিন্তু পায়ের তলায় সর্ষে .... ! তিব্বতের নিষিদ্ধ ভূমি তাঁকে আকর্ষণ করছিল।

পায়ে হেঁটে তিব্বতে প্রবেশ করলেন। ১৩শ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে নালন্দা ও বিক্রমশীলার পাঠাগার ধ্বংস হয়েছিল। তাঁর ধারণা হয় তৎকালীন তিব্বতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ওই পাঠাগারের বহু সম্পদ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন তিব্বতে। তৎকালীন সময়ের সংস্কৃত পুথি এদেশে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওই সমস্ত পুথি উদ্ধার করা। তিনি তিনবার তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিব্বতীদের ভাষা শিখেছিলেন এবং তিব্বতী-হিন্দী অভিধান রচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তিব্বত থেকে তিনি বহু পালি ও সংস্কৃত মূল্যবান পুথি, বই ও কিছু চিত্রকর্ম উদ্ধার করে এদেশে নিয়ে আসেন। এগুলি পাটনা জাদুঘরে বিশেষভাবে সংরক্ষিত আছে।

এরপর তিনি জাপান, কোরিয়া, চীন, রাশিয়া, তেহরান, বালুচিস্তান ভ্রমণ করেন। মাতৃভাষা ভোজপুরী, লেখালেখি করেছেন সংস্কৃত ভাষায়। হিন্দী ভাষাও ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রথম রচনা কেদারনাথ পাণ্ডে নামে উর্দুতে প্রকাশিত হয়। কুড়ি বছর বয়স থেকেই লেখালেখি শুরু। দিনলিপি রাখতেন সংস্কৃত ভাষায়। জানতেন ৩৬টি ভাষা। লেখক জীবনের শেষের দিকে মৌলিক কাজ অব্যাহত থাকলেও গ্রন্থ সম্পাদনা, অভিধান সংকলন ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে বেশি করেছেন। সর্বহারা শ্রেণীর মহান নেতাদের জীবনী রচনা করেছেন। তবে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই ‘ভোলগা থেকে গঙ্গা’।

১৯৪৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এজন্য তিনি হিন্দী ভ্রমণ সাহিত্যের জনক। যুক্তিশীলতা ছিল তাঁর একান্ত মানস বৈশিষ্ট্য। এজন্য বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হয়েও পরে বস্তুবাদী দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছেন। ২০টি ছোটগল্পের সমাহার ‘ভোলগা সে গঙ্গা’।

১৯৫৪ সালে বাংলা অনুবাদ ‘ভোলগা থেকে গঙ্গা’ প্রথম প্রকাশিত হয় ‘মিত্রালয়’, কলকাতা থেকে। ‘ভোলগা সে গঙ্গা’র শেষ কাহিনিটি বাদ দিয়ে প্রকাশক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বইটি প্রকাশ করেন। কাহিনিগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে গল্পগুলি ধারাবাহিকভাবে রচিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক এই রচনায় রাহুল লুইস মর্গানের ‘এনসিয়েন্ট সোসাইটি’, এঙ্গেলসের ‘পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি’, রবার্ট ব্রিফলের ‘দি মাদার্স’ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচারিত সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বের উপর নির্ভর করেছেন। সাহায্য নিয়েছেন বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত, পুরাণ ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের। এর মধ্যে ঋগ্বেদের কাহিনি এসেছে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা এসেছে। এসেছে বৌদ্ধশাস্ত্র, কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, সৌন্দরানন্দ, হর্ষচরিত, কাদম্বরী, চক্রপাণি নৈষধ, খন্দনখণ্ড প্রভৃতি বইয়ের তত্ত্বগত উপাদান এবং রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের প্রেক্ষাপট। এছাড়াও ব্যবহার করেছেন গুপ্তযুগের বিভিন্ন পুরালেখসমূহ, সাহায্য নিয়েছেন গ্রিক পর্যটক ও চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ, ইৎসিঙ, ফা হিয়েন প্রভৃতির ভ্রমণ বৃত্তান্তের। রাহুলের শুধু এই বইটি পড়লেই পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে মানবসমাজের বিকাশের ধারা রপ্ত হয়ে যায়।

তিনি দেখিয়েছেন ধর্মগ্রন্থগুলি নিজের কালের প্রতিবন্ধকতা, অন্ধবিশ্বাস আর অজ্ঞানতায় ভরা। এগুলি তাদের কালের ধার্মিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে ওই সমস্ত তত্ত্ব পচা গলা লাশে পরিণত হলেও আধুনিক কালে কেউ কেউ ওই গলিত মৃতদেহকেই কণ্ঠলগ্ন করতে আগ্রহী। বুঝেছেন এতে ব্যক্তিস্বার্থ পুষ্ট হয় আবার রাষ্ট্রব্যবস্থাও এর পৃষ্ঠপোষকতা করে একীভূত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়। মানুষের কর্মের স্বাধীনতার জন্য বুদ্ধির স্বাধীনতা প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি যদি কোনো গ্রন্থের অধীন হয় তবে স্বাধীনতা থাকে না, সে যন্ত্র হয়ে যায়। সেইজন্যই সারা পৃথিবী জুড়ে আজও অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে।

তাঁর চিন্তায় উপলব্ধি হয় বাইবেলের যুক্তি মানলে গ্যালিলেও র দুর্গতি হতো না। আরও বহু বিজ্ঞানীকে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিতে হতো না। মুসলিম বিজেতারা একমাত্র কোরানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মান্যতা দেওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানীদের বহু বছরের অর্জিত চিন্তাধারার আধার আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠাগার সহ গোটা নগরীকেই পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। বাইবেল না কোরান, খ্রিস্ট ধর্মবলম্বীদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ আদতে কে বড় এই জন্যই! সারবত্তায় তিনি বুঝেছিলেন, হাজার হাজার বছর ধরে এই গ্রন্থগুলি মনুষ্যজাতিকে ধর্মন্ধতা, অন্ধবিশ্বাস আর মানসিক দাসত্বের গাঢ় অন্ধকারে শুধু বেঁধেই রাখেনি; মনুষ্যসমাজের জ্ঞানের উন্মেষের পক্ষেও বাধার প্রাচীর খাড়া করে রেখেছে। তারই ফল পৃথিবী রক্তাক্ত হয়েছে বারবার। ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলার অধিকার কারো নেই। ধর্মগ্রন্থের প্রধান কাজ জিজ্ঞাসার অগ্রগতি রোধ করা। অথচ জিজ্ঞাসাই পৃথিবীতে বড় বড় আবিষ্কারের প্রধান কারণ। যদি গ্যালিলিও বাইবেলের মতানুযায়ী মেনে নিতেন পৃথিবীটা গোল নয় চ্যাপ্টা, তাহলে মানবসমাজ না জানি আরোও কত কাল অন্ধ গলির ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে চলত। কোপারনিকাস যদি বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী সূর্য সম্বন্ধীয় তত্ত্ব মেনে নিতেন তাহলে সূর্যকে প্রদক্ষিণের ফলে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির আবিষ্কার হতো না। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির খোঁজও পাওয়া যেত না। আইনস্টাইনও তাঁর উন্নত পর্যায়ের আপেক্ষিকতাবাদের মহান সিদ্ধান্ত আবিষ্কারে অসমর্থ হতেন। বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলার অগ্রগতি ঘটেছে কোনো ধর্মগ্রন্থকে প্রামাণ্য না মেনেই।

জীবনের লড়াইয়ের মধ্যেই তিনি নিজেকে মার্কসবাদেই সম্পৃক্ত করেছিলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক দর্শন বা এ ধরণের গ্রন্থ যে অচলায়তন নয়, বিকাশের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং নিরন্তর প্রয়াসের কর্মসূচি—এই সার তিনি বুঝেছিলেন। আর তাই লিখেছিলেন, ‘ভাগো নেহি, দুনিয়াকো বদলো’ অর্থাৎ ‘পালিও না, দুনিয়াটাকে বদলাও’! তবেই আসবে ‘নতুন মানবসমাজ’!

শিক্ষা ও পরীক্ষা

বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে কিছু তথ্য—কিছু মন্তব্য

সেখ সাইদুল হক

ভূমিকা :

সারা বিশ্বে নারী-পুরুষ ব্যবধানের চিত্রটিকে বিবেচনায় রেখে বিশ্বের ১৪২টি দেশকে নিয়ে চারটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম' গত বছর একটি বিশ্ব উন্নয়নসূচক প্রকল্প করেছে। এতে ভারতের সামগ্রিক স্থান ১১৪ নম্বরে। যে চারটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছিল সেগুলি হলো—(১) আর্থিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, (২) স্বাস্থ্য ও বেঁচে থাকার মেয়াদ, (৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, (৪) রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নারী-পুরুষ অবস্থান। আমি এখানে কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রটির উল্লেখ করছি।

নারী-পুরুষ অংশগ্রহণের ব্যবধান (gender gap)-কে হিসাবে রেখে শিক্ষা জগতে বিশ্বসূচকে ভারতের স্থান ১২৬তম। আমরা যদি ক্ষেত্র ধরে ধরে দেখি তাহলে দেখব (ক) সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ১২৬তম স্থান, (খ) প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১১৭ তম স্থান, (গ) মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১১৬ তম স্থান, (ঘ) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ১১তম স্থান।।

ভারতের শিক্ষা চিত্র :

২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে আমাদের দেশে গড় সাক্ষরতার হার ৭৪.০৪ শতাংশ। ২০০১-এ ছিল ৬৪.৮৪ শতাংশ। ২০১১ সালে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮২.২ শতাংশ, ২০০১-এ ছিল ৭৫.২ শতাংশ। ২০১১-তে নারী সাক্ষরতার হার ৬৫.৫ শতাং; ২০০১-এ ছিল ৫৪ শতাংশ। ২০১১ সালের আদমসুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশের প্রায় ১২২ কোটি জনগণের মধ্যে ৬+ বয়সী বা তার ঊর্ধ্বের ২৭ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ নিরক্ষর। এর মধ্যে পুরুষ ৯ কোটি ৭০ লক্ষ এবং নারী ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ।

এবার যদি প্রথম হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি ধরি তাহলে দেখব ওই স্তরে পড়াশুনার জন্য সারা দেশে ১৪ লক্ষ বিদ্যালয় আছে যার মধ্যে ১১ লক্ষ সরকারি ব্যবস্থাপনার এবং প্রায় ৩ লক্ষ বেসরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়। ওই স্তরে পড়াশুনা করে প্রায় ২০ কোটি ছেলে-মেয়ে। সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে ১৪ কোটি। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে ৬ কোটি। গত বছরের ডাইস রিপোর্ট হতে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় ছুটের হার ১৭ শতাংশ এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ কম করে প্রতি দশ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রায় চার জন ছেলেমেয়ে অষ্টম মান শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাচ্ছে। নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ধরলে অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে বিদ্যালয় ছুটের হার ৮০ শতাংশের ওপর। ফলে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য হিসাবে ২০২০ সালের মধ্যে সকল শিশুকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পর্যন্ত ধরে রাখার লক্ষ্যটি কথার কথা হিসাবে থেকে যাবে। এক্ষেত্রে বর্তমান (ও পূর্বের) কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছা নেই। ১৯৬৮ এবং ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছিল বিদ্যালয়শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু তা হয়নি। বলা হয়েছিল জাতীয় আয়ের অন্তত ৬ শতাংশ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে। কিন্তু তা কখনোই করা হয়নি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মিলিত ব্যয় কখনোই ৪.৩ শতাংশ অতিক্রম করেনি। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৫ শতাংশে।

রাজ্যের শিক্ষাচিত্র :

২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী আমাদের রাজ্যের সাক্ষরতার গড় হার ৭৭.১০ শতাংশ। ২০০১ সালে ছিল ৬৮.৮৪ শতাংশ। ২০১১ সালে পুরুষ সাক্ষরতার হার হল ৮২.৬ শতাংশ; ২০০১ সালে ছিল ৭৭.৬ শতাংশ। ২০১১ সালে নারী সাক্ষরতার হার ৭১.২, ২০১১ সালে ছিল ৬০.২।

নীপা (National Institute of Educational Planning and Administration) সংস্থা রাজ্য সরকার প্রেরিত রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্যের যে শিক্ষাচিত্র প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়, শিশুশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র ও মাদ্রাসা ধরে মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে ৯৫,৫৭২টি। এর মধ্যে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ৮২৪৪৪টি এবং বেসরকারি ৯৭২৫টি। মাদ্রাসা সহ আর্থিক অনুমোদনহীন বিদ্যালয় ৩৪০৩টি। কেবল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো হয় এমন সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ১০,০২৭টি; গ্রামাঞ্চলে ৭২৭৭টি, শহরাঞ্চলে ২৭৫০টি।

সমস্ত ধরনের বিদ্যালয় মিলে প্রারম্ভিক শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থী ১ কোটি ৩০ লক্ষ ১৫ হাজার। এর মধ্যে ছাত্রী প্রায় ৫০ শতাংশ। ওই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে পড়ে ১ কোটি ১৫ লক্ষ। ১০ লক্ষের উপর পড়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে। রাজ্যের ৬১৪টি মাদ্রাসাতে পড়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ ছাত্রছাত্রী। প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ৮১ লক্ষ ৬৩ হাজার এবং উচ্চপ্রাথমিক স্তরে ৪৮ লক্ষ ৫২ হাজার। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আছে ৪২ লক্ষ ২৭ হাজার। সরকারি হিসাবে প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়-ছুটের হার ৬.৪৬ শতাংশ এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৮.২৪ শতাংশ। বাস্তবে এই সংখ্যা বেশিও হতে পারে।

কিছু মন্তব্য :

শিক্ষা পাবার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। আমাদের দেশ সহ আরো বহু দেশে তা আইনগত অধিকার। ২০০২ সালে সংবিধানের ৬৬তম সংশোধন ঘটিয়ে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাবার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানের ২১ নং ধারার সাথে '২১-এ' ধারা যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে বিগত কংগ্রেস-পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং বর্তমানে বিজেপি-পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব নীতি রচনা করেছে এবং তদানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাতে শিক্ষা পাবার অধিকার সংকুচিত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা অশনিসংকেত ডেকে এনেছে। ১৯৯১ সালে উদারীকরণ নীতি চালুর পরে এই সমান্তরাল ব্যবস্থা আরো সুদূরপ্রসারী ও শক্তিশালী হয়েছে। উদারীকরণের এক দশক পরে ২০০২ সালে নীপা সংস্থা একটি সমীক্ষা করে দেখিয়েছি বিগত দশ বছরে প্রারম্ভিক স্তরে বেসরকারি বিদ্যালয় বেড়েছে ৯.৫ শতাংশ হারে, আর সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয় বেড়েছে মাত্র ১.৫ শতাংশ হারে। উদারীকরণের আরো দশ বছর পর আজ ২০১১ সালে আরও একটি সমীক্ষা রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে যে বেসরকারি বিদ্যালয় সংস্থা ৪০-৪৫ শতাংশ হারে বাড়ছে। অপরদিকে ছাত্রাভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ের মৃত্যুঘন্টা বাজাচ্ছে। ২০১০ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত 'Human Development in India : Challenges for a Society in Transition' গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে সারা দেশে বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির জাতীয় গড় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। কয়েকটি রাজ্যে এটা প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি।

এর ফলে শিক্ষার বাণিজ্যীকরণ দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারও এবিষয়ে তাদের দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। জাতীয় আয়ের ন্যূনতম ৬ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে না। বিশ্ববাজারে বিশ্বায়নের আধিপত্য ইংরাজি-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির প্রতি মানুষের আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলছে। সেই পটভূমিতে সরকারি ব্যবস্থানার বিদ্যালয়গুলির পুনর্গঠনও ঠিকমতো করা হচ্ছে না। বিদ্যালয়গুলির গুণমান বৃদ্ধিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি যেসব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল তা নেওয়া হয়নি। ফলে বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির নামে বাণিজ্যীকরণের পাশাপাশি যেভাবে শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ করছে তাতে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ের বিপদ আরো বাড়বে। কোঠারী কমিশন জাতীয় সংহতির স্বার্থে সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার (common school system) কথা বলেছিল। প্রতিবেশী বিদ্যালয় (Neighbourhood school) গড়ার কথা বলেছিল যাতে সব অংশের ছেলেমেয়েরা পড়বে এবং এর এক একটি শ্রেণিকক্ষ মিনি ভারতবর্ষে পরিণত হবে। কিন্তু বর্তমান পরিকল্পনাকারীরা যে পথে হাঁটছেন তাতে সরকারি ব্যবস্থাপনার শিক্ষা ক্ষেত্রটি ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যাবে।

আমাদের রাজ্যেও শিক্ষাক্ষেত্রে নেমেছে এক অদ্ভুত আঁধার। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে গভীরতর অসুখ ক্রমশ দানা বাঁধছে। শিক্ষাঙ্গনে আজ অশুভ শক্তির উন্মত্ত দাপাদাপি, বহিরাগতরা ক্রমশ শিক্ষাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ করছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণকে আরো দৃঢ় করতে নানা ধরনের বিল আনা হয়েছে। যার মাধ্যমে দলীয় ব্যক্তিদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাথায় বসানো হচ্ছে। সর্বত্র 'দিদিতন্ত্র' কায়েম হচ্ছে। ফলে বাড়ছে বিশৃঙ্খলা, আর্থিক অসংগতি। তার সাথে বাড়ছে গণ টোকাটুকি। ঠিক সময়ে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছাচ্ছে না। নতুন পরীক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ফলে গণ-টোকাটুকি বৈধতা অর্জন করছে। আর সচেতন অভিভাবক-অভিভাবিকারা সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয় হতে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। এমনকি এলাকায় প্রান্তিক মানুষটিও তার সন্তানের শিক্ষার জন্য ভাবছেন : হেথা নয়-হেথা নয়, অন্য কোনোখানে। ফলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়ের মৃত্যুঘন্টা বাজছে।

এই পটভূমিতে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে তোলার শপথ আমাদের নিতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীকে এই কাজে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে হবে। ঠিকই, শিক্ষকমণ্ডলী মধ্যবিত্ত সমাজেরই অংশ। তাদের মধ্যে কখনো কখনো নানা দোদুল্যমানতা কাজ করতে পারে। আবার ইতিহাস এই কথা বলে যে অতীতে এবং বর্তমানেও আমাদের রাজ্যে ও সারা দেশে শিক্ষকমণ্ডলী এবং শিক্ষাকর্মীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই ধরনের বিশৃঙ্খলা ও আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন। তাই নিজেদের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, বা ভয়-ভীতিকে কাটিয়ে অন্যান্য গণতান্ত্রিক গণসংগঠনগুলিকে সাথে নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও অভিভাবকমণ্ডলীকে যৌথ সংগ্রামে সামিল হতে হবে। এটাই আজকের সময়ের বড় দাবি।

সমকালীন শিক্ষা ও তার প্রাসঙ্গিকতা

গোলাম মহঃ হেলালউদ্দিন

মানব সভ্যতার সূচনাকালে 'শিক্ষা' সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে কেন্দ্রীভূত (centralized) থাকলেও সামাজিক প্রয়োজনেই ক্রমশ তা পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। আর আধুনিক শিল্পসমাজ থেকেই তা এক রাষ্ট্রীয় বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয় এবং সমস্ত নাগরিকের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়। আধুনিক শিল্পসমাজ থেকে উত্তর আধুনিক সমাজ (Post modern society)-এ শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা, গুরুত্ব সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে সকলের জন্য প্রথাগত শিক্ষা বাধতামূলক।

শিক্ষাকে দুটি ভাগে দেখা যেতে পারে। একটি প্রথাগত শিক্ষা (Formal education) অন্যটি অপ্রথাগত শিক্ষা (Informal education)। বর্তমান আলোচনায় অবশ্যই সমসাময়িক প্রথাগত শিক্ষা; যাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে, তার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নতিই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে মানুষ উৎকৃষ্টতা লাভ করে, জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটে, প্রকৃত মানবসম্পদ সৃষ্টি হয় এবং জীবনযাত্রা নির্বিঘ্নে চালিত হয়। একটি সমাজ-সভ্যতা তথা সার্বিক জীবনের উন্নতির জন্য শিক্ষা আবশ্যক। এই কারণে প্রায় সমস্ত জাতিরাষ্ট্র-ই অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রয়াস চালাচ্ছে। আমাদের দেশও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এখন দেখার বিষয় বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিকের কাছে কতটা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রধান দুটি গোষ্ঠী শিক্ষক ও ছাত্র। এখানে প্রশ্নহীন ভাবে বলা যায় ছাত্রের স্বার্থ রক্ষা করাই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই শিক্ষকের মূল লক্ষ্য। কিন্তু যাঁরা মানবসম্পদ ও সমাজ তৈরির কারিগর তাঁদের কর্মজীবন, শিক্ষা প্রদানের পরিবেশ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির সুষ্ঠ প্রয়োগ যেন কোনো প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হয়। তাঁদের পেশাগত সুযোগ সুবিধা থেকে তাঁরা যেন বঞ্চিত না হন সেটা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাটি অনুধাবনের জন্য আমাদের প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে প্রাথমিক স্কুল ও শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, একইসঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে ছাত্রের সংখ্যাও। কিন্তু কোথাও যেন এই দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে এসেছে অধিকাংশ সরকারি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া সঠিকভাবে বাক্য পড়তে বা লিখতে পারছে না, এমনকি অতি সহজ যোগ বিয়োগ করতে পারছে না। এর পশ্চাতে যে কারণগুলি উঠে এসেছে তা হল পর্যাপ্ত এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অপ্রতুলতা। এছাড়াও নিযুক্ত শিক্ষকদের একটা বড় অংশকে শিক্ষাদান ছাড়াও বেশ কিছু আনুষঙ্গিক কাজে যুক্ত থাকতে হয়। ফলে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের অনুপাতটি যথাযথ হচ্ছে না। কিন্তু এই স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের যদি সরাসরি মিথস্ক্রিয়া (Interaction)-র মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষাদান না করা হয় তাহলে তাদের পক্ষে কোনো কিছুই সঠিকভাবে শেখা বা করা সম্ভব নয়। ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়গুলির একটি বড় অংশ আশানুরূপ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না এবং ছাত্রছাত্রীদের বড় অংশই উচ্চশিক্ষার স্তরে উন্নীত হতে ব্যর্থ। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই বাধাগুলি অতিক্রম করছেন। কিন্তু প্রথমোক্তটিই সংখ্যাধিক তাই এর অনিবার্য একটি প্রভাব আমাদের সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আর তা হল ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল। অভিভাবকরা মনে করছেন সরকারি স্কুল নয়, বেসরকারি স্কুলই সন্তানের জন্য উপযুক্ত। এই সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হচ্ছে এবং তা বিভিন্ন ভাবে উচ্চশিক্ষার আঙিনা পর্যন্ত ব্যপ্ত। এর ফলে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, বিশেষত শহরাঞ্চলে। মিড-ডে-মিল সহ আরও বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও এই প্রবণতা রোধ করা যাচ্ছে না। এর অন্যতম পথ বোধহয় শিক্ষকের আরও বেশি দায়িত্বশীল ও যত্নবান হয়ে ছোট ছোট শিশুগুলিকে গড়ে তোলা। তবে অভিভাবকদেরও কিছু দায়িত্ব এখানে আছে। তাঁরা যদি শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন এবং নিজের সন্তানের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন তাহলে কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

এখনও পর্যন্ত সরকারি উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে বেসরকারি বিদ্যালয়ের থেকে ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশি। এমন অনেক সরকারি ও আধা-সরকারি বিদ্যালয় আছে যেগুলির পঠন-পাঠনের মান বেশ উন্নত। পরিকাঠামোও খুব ভালো এবং খুব স্বাভাবিক ভাবে সেই বিদ্যালয়গুলি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ফলাফল খুব ভালো করছে, এমনকি বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিতেও এই সমস্ত বিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী নজরকাড়া ফলাফল করে।

প্রসঙ্গত, সকলক্ষেত্রেই যে বিষয়টি উঠে আসছে তা হল সমান্তরাল এক শিক্ষা ব্যবস্থা। কখনোই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান যথেষ্ট বলে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা মনে করছে না। আর্থিকভাবে সক্ষম তো বটেই, এমনকি আর্থিকভাবে অসচ্ছল অভিভাবকরাও বিদ্যালয়ের পাশাপাশি গৃহ-শিক্ষক, কোচিং সেন্টার এগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরেও যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে তা নয়। অর্থাৎ মূল যে শিক্ষাব্যবস্থাটি চলছে একদম প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত, তাতে বেশ কিছু ত্রুটি এবং দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে। এছাড়াও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটি সমকালীনতার অভাব দেখা যাচ্ছে। এই বিষয়গুলি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তা না হলে কখনোই শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিস্তৃত পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তনের মূল কাণ্ডারী নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন। বিশেষত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটি বৈপ্লবিক। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান প্রজন্ম এই নতুন নতুন প্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত। যেহেতু শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রধান কাণ্ডারীই হল এই নতুন প্রজন্ম, তাই এখন প্রয়োজন শিক্ষাকে যুগপোযোগী করে তোলা। আরও সুস্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রযুক্তির সাহায্যে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে করে তুলতে হবে মনোগ্রাহী। শ্রেণিকক্ষগুলি হবে আকর্ষণীয়। প্রয়োজন হাতে-কলমে পাঠদান। এই ধরনের শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীর মনে বিশেষভাবে দাগ কাটতে সক্ষম। অর্থাৎ শিক্ষাকে চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সীমাহীন পরিসরে বিস্তৃত করা। এখানে শিক্ষকদের মূল দায়িত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে

—এরপর চারের পাতায়

জনজোয়ারে লালে লাল বর্ধমান

—প্রথম পাতার পর

চাইছে। এসবের জবাব চাইতে আগামী ২২ মে নবান্নে লাখো লাখো মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়বে।

রাজ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী রিনি কাজী এস.এফ.আই-এর পক্ষে তহবিল সংগ্রহ করতে সমাবেশে হাজির হয়েছে। বিবেকানন্দ কলেজের শিল্পাও সামিল হয়েছে। শুধুমাত্র এস.এফ.আই করার অপরাধে কলেজে ঢুকতে দেয়নি তৃণমূলী ছাত্র পরিষদ। ভর্তির সময় টাকা নেওয়ার প্রতিবাদ করায় মারও খেতে হয়েছে। ছাত্রনেতা আসিফ আহমেদ জানালেন ওরা সুদীপ্তদাকে খুন করে দমাতে চেয়েছে। আগামী দিনে জোরদার আন্দোলন করতে এই অর্থ সংগ্রহ।

জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত থেকে এসেছেন ক্ষুদ্র কৃষক, বেকার যুবক-যুবতী। কৃষিতে কাজ করেন উদয়াস্ত রোদ ঝড় বৃষ্টি সহ সমস্ত প্রতিকূলতাকে সরিয়ে রেখে রুটি রুজির লড়াইতে টিকে থাকার জন্য।

বিজড়া থেকে এসেছেন পাঁচু বাউরী। দিন মজুরি করে কোনোক্রমে দিন গুজরান করেন, একশো দিনের কাজের অবস্থা বড্ডই একপেশে। তিনি এই কঠিন শপথের দিনে পথে নেমেছেন আজকের জমায়েতে আরো পঞ্চাশ জনকে সঙ্গে নিয়ে।

অম্বিকা কালনার শম্ভু পাকড়ে খেতমজুর। প্রতিটি মুহূর্তেই টের পাচ্ছেন জীবনের যন্ত্রণা তাই লড়াইয়ের ময়দানে শরিক হতেই এখানে এসেছেন।

শিল্পনগরী বার্ণপুরে এখন তো ধোঁয়াহীন চিমনীর বসতি। কর্মহীনতায় ভুগছে নগরী—শিল্পের তকমা ছেড়ে। এখান থেকেই সাথীদের নিয়ে এসেছেন কাজলী ওঁরাও, নোকরি ওঁরাও, রমেশ ওঁরাও এবং আরো অনেকে।

কাটোয়ার আদিগন্ত বিস্তারী মাঠে ধান আলুর সমারোহ। কৃষির অঙ্গিনায় অধিবাসী শেখ সুর আলি এসেছেন ধানের দর, আলুর দরদামের স্বল্পতায় রুগ্ন সংসার নিয়ে নাজেহাল হয়ে। সঙ্গে তরুণ আজকর শেখ।

অণ্ডালের সম্পদ তো মাটির নিচে। কয়লার সুপ্রাচীন ব্যবসার অবস্থাও বেশ সঙ্গীন। যদি দাবিগুলির কিছু অংশও পৌঁছে দেওয়া যায় কর্তৃপক্ষের কানে। তাই সটান তুলে ধরেছেন জীবনজয়ের প্রতীক লাল ঝাণ্ডা। হ্যাঁ হাঁদু সোরেন একা নন সাথীদের নিয়েই সামিল হয়েছেন নবতর এক হুলের সন্ধানে।

১৭ দফা দাবির ভিত্তিতে এই সমাবেশ। দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে জেলাশাসকের কাছে যায় প্রতিনিধি দল। তিনি অনুপস্থিত থেকে এ.ডি.এম (শিক্ষা)-কে ডেপুটেশন নিতে বলেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, উদয় সরকার, গণেশ চৌধুরী, পার্থ মুখার্জী, সমর ঘোষ, সন্তোষ দেবরায়, সুরেন হেমব্রম এবং জাহানারা খান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাবেশের সভাপতি অচিন্ত্য মল্লিক, অমল হালদার, রাজ্জাক মণ্ডল, অঞ্জু কর, বংশগোপাল চৌধুরী, গৌরাঙ্গ গোস্বামী, আভাস রায়চৌধুরী প্রমুখ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সি.পি.আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ।

সকল বক্তাই গত ছ'বছরে দুই মৌলবাদের বাড়বাড়ন্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বামফ্রন্ট আমলে একটি দাঙ্গাও হয়নি। এমনকি বাবরি মসজিদ ভাঙার সময়ে সম্প্রীতি অটুট থাকার কথা তুলে ধরেন। কেন্দ্র করছে রাম পুজো তো রাজ্য করছে হনুমান পুজো। প্রতিযোগিতা সমানে সমানে। মোদিভাই, দিদিভাই দুই মৌলবাদকে উসকে দিয়ে ভোট কুড়াতে চাইছে। তাই রাজ্য এখন সাম্প্রদায়িক বারুদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। একমাত্র বামপন্থীরাই পারে এর মোকাবিলা করতে। কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, মহিলা, ছাত্র সকলেই কী দুর্বিষহ অবস্থায় আছে তা তাঁরা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। এমনকি গণতন্ত্র যে সামান্যও অবশিষ্ট নেই তা বক্তব্যে উঠে আসে। পুলিশ, প্রশাসন দিয়ে বিরোধী শক্তিকে শেষ করতে চাইছে।

লড়াই-এর পাশে সারা রাজ্যের শ্রমিকরা

—প্রথম পাতার পর

লড়াই-এর পাশে সারা রাজ্যের শ্রমিকরা সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড়াবেন।

আই.এন.টি.ইউ.সি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জি. সঞ্জীব রেড্ডি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন যে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট সহ সালেম ও ভদ্রাবতী স্টিল প্ল্যান্ট বাঁচানোর জন্য কেবল অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট, সালেম ও ভদ্রাবতী স্টিল প্ল্যান্টের ধর্মঘট শেষ নয়, প্রয়োজনে সমগ্র সেইল সহ সারা ভারতে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হবে। কেন্দ্রে শ্রমিক-বিরোধী মোদি সরকারের ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন সর্বস্তরে প্রসারিত করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কেন্দ্র সরকারের লগ্নি করা অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি সুদে মূলে ফেরত দিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এখন দেশের সম্পত্তি। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিলগ্নীকরণ-বেসরকারীকরণ সহ বন্ধ করে দেওয়ার কোনো অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সন্তোষ দেব রায়, বিনয়েন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী, রথীন রায়, রমেন পাণ্ডে, বিকাশ ঘটক, অসীম সাহা, বাবলা ভট্টাচার্য ও রবি ঠাকুর। বক্তারা সকলেই বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে ১১ এপ্রিল অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের ধর্মঘটকে সফল করার আবেদন জানান। ওদিন সেইলের অন্যত্র ২ ঘন্টার কর্মবিরতি পালনের ডাক দিয়েছে সি.ই.টি.ইউ সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ।

সমকালীন শিক্ষা ও তার প্রাসঙ্গিকতা

—প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগুলিতে পরিচিত হয়ে ওঠা। তবেই তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কটি গড়ে তুলতে পারবেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক চিন্তাভাবনা আবশ্যিক। তাই শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থাকে সঠিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানো আজকে আশু প্রয়োজন। তা-নাহলে আজকের প্রজন্ম বৃহত্তর জগতে নিজেদের স্থান করে নিতে বা নিজেদের খুঁজে পেতে ব্যর্থ হবে। সর্বশেষে বলা যায়, শিক্ষাকে সমকালীন করে তুলতে হবে, শিক্ষকদের আরও দক্ষ ও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। আর একইসঙ্গে অভিভাবকদের দায়িত্ব নিজের সন্তান-সন্ততিদের সঠিক মূল্যবোধ দিয়ে গড়ে তোলা।

ঘেরাও সংস্থার আধিকারিক

—প্রথম পাতার পর

সুলতানপুরের আমানতকারী প্রশান্ত দে লিখিত অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতে দীপঙ্কর ঘোষ, বাড়ি শ্রীরামপুর, রাকেশ কুমার, ভদ্রেশ্বর, বিপ্লব মুখার্জী বৈদ্যপুর, কালনা, ভূপেন্দ্রকুমার শ্রীবাস্তব উত্তর প্রদেশ রিজিওনাল ম্যানজার। সন্তোষ কুমার ম্যানেজার, কোন্নগর, স্বরূপ দত্ত নতুনপল্লী, বর্ধমান এই ছয় জন ব্যক্তিকে বেলাতে বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়। প্রত্যেক আমানতকারীকে টাকা ফেরত দেওয়া নিয়ে সংস্থার কর্তারা কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারেনি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ২ এপ্রিল। ২. প্রখ্যাত সাহিত্যিক ক্রিচিয়ান আন্ডারসেন। জন্ম ২০ আগস্ট ১৮০৫। ৩. 'চলো আমরা বইয়ের সাথে বড় হই'। ৪. ৪ এপ্রিল। ৫. ৭ এপ্রিল 'অবসাদের বিরুদ্ধে প্রচার করো'। ৬. ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল, ব্যারাকপুরে প্যারেড রোডের ধারে অশথ গাছে প্রকাশ্যে, বেলা ১০টায় ফাঁসি দেওয়া হয়। ৭. এলিজা গ্রেভস ওটিন, ১৮৬১ সালের ৮ এপ্রিল। ৮. ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল, বিপ্লবী ভগৎ সিং এবং বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত। ৯. ১৯৭৩ সালে ৮ এপ্রিল। ১৯৭৫ সালের ১৬ মে। ১০. ২০০৬ সালের ৮ এপ্রিল, জন্ম ১৯২৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। ১১. আমেরিকায় ১৯১৮ সালের ৯ এপ্রিল। মৃত্যু ২৭.০১.১৯৭৬। 'we shall overcome...' ১২. ২০০৩ সালের ৯ এপ্রিল।

গত সপ্তাহের ভ্রম সংশোধন :

৮ নং প্রশ্নের উত্তর হবে '১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল' এবং ১২ নং প্রশ্নের উত্তর হবে 'যাত্রা ১৯৮৪ সালের ৩ এপ্রিল, ফেরেন ১১ এপ্রিল'।

মনে চিন্তনে কর্মে ও চেতনায় স্ফুরণ ঘটানোর হাতিয়ার বই
পড়ুন! সংগ্রহ করুন ও প্রিয়জনকে উপহার দিন!

অতীতকে জানুন। বর্তমানের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলুন।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার উৎস সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ
মূল্য : ৩০০টাকা

সমবায়রত্ন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আকরগ্রন্থ
সমবায় ও মানবসভ্যতা
মূল্য : ৫০০টাকা

জন্মশতবর্ষে শিবানন্দ পালের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন
সংগ্রামী হরেকৃষ্ণ কোঙার
মূল্য :৭০টাকা

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ডজন গল্পের সংকলন
গল্পসল্প
মূল্য : ৫০ টাকা

ড. সুকৃতি ঘোষালের সময়োপযোগী মননশীল প্রবন্ধ সংকলন
প্রতর্ক
মূল্য : ১৭৫ টাকা

স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকিরচন্দ্র রায় প্রণীত
স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়
(দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল্য : ৪০০ টাকা

শিক্ষার চালচিত্র
ভাবনা-দুর্ভাবনা
সেখ সাইদুল হক
মূল্য : ১৫০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে
নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, বর্ধমান
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লি. সমস্ত শাখায়

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা